দৈনিক ইনকিলাব 032

তারিখ 23 JAN 1988
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গনে

ঠাকুরগাঁও সরকারী কলেজের সমস্যা

ঠাকুরগাঁও কলেজটি বর্তমানে বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত হয়ে কোনরকমে টিকে আছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ঠাকুরগাঁও কলেজ সরকারীকরণের পর থেকে আজ পর্যন্ত কলেজের কোনরূপ উন্নতি হয়নি, বরং সমস্যা বেড়ে গিয়ে আরো অবনতি ঘটেছে। ঠাকুরগাঁও কলেজের প্রধান সমস্যা হোল শিক্ষক সমস্যা। শিক্ষক স্বল্পতার দরুন একদিকে যেমন ছাত্র-ছাত্রীরা নিয়মিত ক্লাস করতে পারছে না এবং লেখাপড়ার দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অন্যদিকে তেমনি পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল হচ্ছে না। এর জন্যে অভিভাবকগণ শুধু হতাশায়ই ভুগছেন না, ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে দারুণ দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন অতিবাহিত করছেন।

কলেজ গ্রন্থাগারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বই নেই। যা কিছু রয়েছে তাও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছে। গবেষণাগারে সাজ-সরঞ্জামের অভাব প্রকট। তবু ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নিয়মিত ক্লাস করতে হয়। কলেজের ল্যাট্রিনগুলোর অবস্থা অত্যন্ত করুণ। এগুলো নিয়মিত কেন, কোনকালেই পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করা হয় না। ফলে ল্যাট্রিনগুলো ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। কলেজ হোস্টেলের অবস্থা শিক্ষক স্বল্পতার মতই করুণ। ছাত্র-সংখ্যা আগের তুলনায় অনেকগুণ বাড়লেও নতুন হোস্টেল নির্মাণের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। ছাত্রীরাও একই সমস্যার শিকার। এখানে বিপুল সংখ্যক ছাত্রী অধ্যয়ন করলেও তাদের জন্য হোস্টেলের কোন ব্যবস্থা নেই। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এসব সমস্যার আশু সমাধানকল্পে অনতিবিলম্বে সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন— এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

—মোঃ আবদুস সবুর

নৈশ বিদ্যালয়ের গুরুত্ব

প্রবাদ আছে, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। যে জাতি যত বেশী শিক্ষিত সে জাতি তত বেশী উন্নত। প্রত্যেক জাতির উন্নতির শিখরে উঠার মূল মন্ত্রই হচ্ছে শিক্ষা। আমাদের দেশে শিক্ষিতের হার অতি নগণ্য। প্রধান এবং অনেক কারণের মধ্যে অর্থনৈতিক সংকটই পীড়াদায়ক। যার দরুন আমরা সবদিক থেকে পিছিয়ে পড়ি। আমাদের দেশে শতকরা ৮০ ভাগ লোকই খেটে খাওয়া মানুষ। এদেরকে আর্থিক সচ্ছলতার জন্য কোন না কোন কাজে নিয়োজিত থাকতে হয়। এদের মধ্যে অল্প বয়সী তরুণ-তরুণীও আছে অনেক। ফলে তাদের মধ্যে অনেকের প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার সুযোগ পায় না। সে জন্যই দরকার নৈশ বিদ্যালয়ের। নৈশ বিদ্যালয় থাকলে কর্মজীবী মানুষরা তাদের ছেলে-মেয়েরা শিক্ষার সুযোগ লাভ করবে। এতে শিক্ষার হারও অনেক বেড়ে যাবে। এর ফলে কিশোর অপরাধ হ্রাস পাবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণে বয়স্ক শিক্ষাও একটি অন্যতম সমস্যা। তাই বয়স্ক শিক্ষাও নৈশ বিদ্যালয়ে চলতে পারে। এতে ব্যক্তি, সমাজ তথা রাষ্ট্র উপকৃত হবে। তাছাড়া সার্বজনীন শিক্ষার যে প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে, তাও এগিয়ে যাবে। তাই দেশে পর্যাপ্ত নৈশ বিদ্যালয় গড়ে তোলার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে দেখা উচিত।

— আফরোজা ইসলাম (তন্দ্রা)।